দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 05 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

২৪ Report

নতুন প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা ২০০৯ থেকে চালু নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

মোশতাক আহমেদ ॥ আগামী ২০০৯ সাল থেকে নতুন প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে এখন থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়ন নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তারা বলছেন, শিক্ষাবর্ষের অর্ধেকেরও বেশি সময় চলে গেছে এই অবস্থায় এই পদ্ধতি চালু হলে শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে। তাছাড়া কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে বোঝার সমস্যা রয়েছে। এ জন্য ছাত্র-শিক্ষকরা চান, এখন থেকে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আগামী বছরের শুরুতে স্কুলে এবং ২০১০ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় নতুন পদ্ধতি চালু করা হলে শিক্ষার্থীদের জন্য মঙ্গল হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাদেরও কেউ কেউ মনে করেন ২০১০ সাল থেকে নতুন পদ্ধতি কার্যকর করা হলে ভাল হবে। তাছাড়া যেহেতু ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে তেমনি নতুন পদ্ধতিও ২০১০ সাল থেকে চালু হওয়া উচিত।

কয়েকদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমসিকিউ এবং লিখিত উভয় বিষয়ের প্রশ্নপত্রে ব্যাপক সংস্কার করে নতুন প্রশ্নপত্র অনুযায়ী আগামী ২০০৯ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি করে। বর্তমানে যারা নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে তারাই প্রথমবারের মতো নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেবে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষক-অভিভাবকরা চান '১০ সাল থেকে

নতুন প্রশ্নপত্রে এসএসসি

(১২-এর পাতার পর)

এসএসসির মতো বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাতেও এই পরীক্ষা সংস্কার বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। নতুন নিয়মে প্রচলিত পদ্ধতির ৫০ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের (এমসিকিউ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিতে ৬৫ নম্বর, কম্পিউটার শিক্ষায় ৩০ শতাংশ নম্বর এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ শতাংশ নম্বর এমসিকিউ প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত হবে। প্রতিটি এমসিকিউ প্রশ্নের জন্য এক মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে।

সরকারের এই নির্দেশনা এখন বিদ্যালয়গুলোতে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু স্কুলগুলোতে এই নির্দেশনা যাওয়ার পর এ নিয়ে শিক্ষকের মধ্যে যেমন বোঝার সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তেমনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শর্তে জানিয়েছেন, তাঁর মতেও ২০১০ সাল থেকে নতুন পদ্ধতি কার্যকর হওয়ার উচিত। শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাড়াহুড়ো না করে পর্যাপ্ত সচেতনতার পর এটি চালু হলে অনেক বেশি ভাল হবে। তাঁর মতে, এক বছর পরে হলে ক্ষতির চেয়ে শিক্ষার্থীদের যদি লাভ বেশি হয় তাহলে সেটাই করা উচিত। কারণ পুরো বিষয়টির উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের ভালর জন্য। তাই তাদের ভাল দিকটাই দেখা উচিত।

রাজধানীর গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম জনকণ্ঠকে বলেন, স্কুলগুলো মাত্র এ সংক্রান্ত চিঠি পাচ্ছে। তাঁর মতে, ২০১০ সাল থেকে এই নতুন পদ্ধতি চালু হলে ভালো হতো। কারণ ২০০৯ সালে যারা এসএসসি পরীক্ষা দেবে তারা এখন নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে। একটি সিলেবাসকে সামনে নিয়ে শুরু হওয়া চলতি বছরের শিক্ষাবর্ষের অর্ধেকের বেশি সময় চলে গেছে ইতোমধ্যে। তাই নতুন করে পরীক্ষা পদ্ধতি তাদের জন্য একটু সমস্যা হতে পারে। তিনি বলেন, আমরা হয়ত পেরে উঠব। কিন্তু সবার পক্ষে এটা সম্ভব নাও হতে পারে। তিনি জানান, তাদের এখানে আগামী ৮ থেকে ১১ তারিখ এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আছে। তাঁর মতে, গত বছরের শেষে ঘোষণা দিয়ে ২০০৯ সাল থেকে কার্যকর হলে এ বছরের শুরু থেকেই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে সেভাবেই শিক্ষা কার্যক্রম চালানো যেতে। তাতে আরও ভাল হতো। তাঁর ভাষায় এখন যারা অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে এবং ২০১০ সালে এসএসসি পরীক্ষা দেবে তাদের ক্ষেত্রে এই সংস্কার প্রযোজ্য আর অনেক বেশি ভাল হতো।

বেশ কয়েক পরীক্ষক জনকণ্ঠকে জানান, পদ্ধতি নিয়ে কোন সমস্যা নেই। এটি ভাল পদ্ধতি। তবে যেহেতু শিক্ষাবর্ষের অর্ধেকেরও বেশি সময় চলে গেছে তাই একটু ঝামেলা হতে পারে। তাদের ভাষায় এখন থেকে প্রশিক্ষণসহ এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে আগামী ২০১০ সাল থেকে এটি কার্যকর হলে অধিক ফল পাওয়া যাবে।

এক মহিলা অভিভাবক জনকণ্ঠে ফোন করে উদ্বেগের সুরে বলেন, দেখেন ভাই এমনিতেই নানামুখী নতুন বিষয় যোগ হওয়ায় ছেলেমেয়েদের ওপর চাপ বাড়ছে। এর মধ্যে বছরের অর্ধেক সময় চলে যাওয়ার পর নতুন এই সিদ্ধান্ত ছেলেমেয়েদের জন্য আরও সমস্যা বাড়াবে। তিনিও এক বছর পর থেকে নতুন পদ্ধতি চালু করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানান।